Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাজেরা আক্তার

রোলঃ 227020908

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাজেরা আক্তার

রোলঃ 227020908

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার বিধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাজেরা আক্তার, আইডিঃ 227020908 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার বিধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

হাজেরা আক্তার

আইডিঃ 227020908

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

সূচিপত্র :

- ভুমিকা
- নামাজ
- নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা
- নামাজ দেহ ও মনের ময়লা পরিষ্কার করে
- কোরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব
- নামাজের মূল ভিত্তি
- চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার বিধান
- কখন চেয়ারে বসে নামাজ পড়া যায়?
- চেয়ারে নামাজ কিভাবে শুরু করবে?
- চেয়ারে বসে নামায পড়ার সময় সেজদা আদায়ের পদ্ধতি
- ফরজ – ওয়াজিব নামাজ চেয়ারে বসে পড়ার বিধান
- নফল নামাজ চেয়ারে বসে পড়ার বিধান
- হাঁটু ব্যথার কারণে কখন রুকু সিজদা করে আর কখন চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে
- অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামাজ জায়েজ হয়ে যায় না
- যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়া নাজায়েজ
- অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার চেয়ে মাটিতে বসে নামাজ পড়াই উত্তম
- চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার শরয়ি বিধান
- মসজিদে চেয়ারে বসে নামাজ পড়া সংক্রান্ত বিধি-বিধান
- চেয়ারে সালাত আদায়কারীর জ্ঞাতব্য
- দাঁড়াতে অক্ষম কিন্তু রুকু সেজদা করতে সক্ষম হলে হুকুম
- উপসংহার

ভুমিকাঃ

মানুষের সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু ইসলাম চাপিয়ে দেয়নি। কারণ, ইসলাম সহজাত, জীবনঘনিষ্ঠ ও স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহর দেওয়া সব বিধানের মধ্যে নামাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অসুস্থ হলেও নামাজ আদায় করতে হয়। তবে সে ক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা অবকাশ দিয়েছে।

নামাজ:

নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাজ মুমিনের নূর। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজ বেহেশতের চাবি। নামাজ মুমিনের পরিচয়। নামাজ চেহারার উজ্জ্বলতা। নামাজ দিলের নূর। নামাজ শরীরের আরাম। নামাজ সুস্বাস্থ্যের কারণ। নামাজ কবরের সঙ্গী। নামাজ আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নামাজ দোযখের প্রতিবন্ধক। নামাজ দোয়া কবুলের মাধ্যম। নামাজ অত্যাধিক নেক অর্জনের হাতিয়ার।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টি করার পর মানুষকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্ব-সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনয়ন করা। তাঁকে খালিক বা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁকে রব বা পালনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। রাযযাক বা রিযিকদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। কুরআন মাজীদকে তাঁর পক্ষ হতে নাযিলকৃত কিতাব বলে বিশ্বাস করা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ইত্যাদি।

ঈমানের আনয়েনের পর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, যে খালিক সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করা। যে রাযযাক রিযিক প্রদান করেন তাঁর আদেশ পালন করা। যে রব লালন পালন করেন তাঁর ইবাদত করা। আমরা যেহেতু আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনয়ন করেছি অর্থাৎ প্রধান দায়িত্ব পালন করেছি সেহেতু আমাদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে ইবাদাত করা। ইবাদাত দুইভাবে করতে হয়। এক. শরীরের মাধ্যমে। দুই. অর্থসম্পদের মাধ্যমে।

যে সমস্ত ইবাদত করতে শরীরের প্রয়োজন হয় সেসমস্ত ইবাদাত হল— শারীরিক ইবাদাত, যেমনঃ নামাজ ও রোজা। নামাজ পড়তে অর্থ সম্পদ, টাকা-পয়সা, সোনা-গহনার প্রয়োজন হয় না; বরং নামাজ পড়তে শরীর লাগে (দাঁড়াতে হয়, রুকু করতে হয়, মাথাটা জমিনে

লাগিয়ে সিজদা করতে হয়, ওঠা-বসা করতে হয় ইত্যাদি)। অনুরূপ রোজার বিষয়টিও (রোজা রাখতে হলে নিজ উদরকে পানাহার থেকে বিরত রাখতে হয় এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে হয়)। এসব হচ্ছে শারীরিক ইবাদাত।

আর কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলো সম্পাদন করতে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়। যেমন: যাকাত ও দান-সাদকা (যাকাত প্রদান করতে টাকা-পয়সা, সোনা-দানার প্রয়োজন হয়। দান সাদকা করতে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়)।
এভাবে শারিরীকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হয়। আবার অর্থ -সম্পদের মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে হয়। উভয় ধরনের ইবাদাত করা আমাদের উপর ফরজ।
কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

শারীরিক ইবাদাতসমূহের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে নামাজ। পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তায়ালা দু'চারবার নয়, প্রায় আশিবার নামাজের আলোচনা করেছেন। কখনো আমাদেরকে নামাজের আদেশ করেছেন। কখনোবা নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোথাও নামাজের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোথাও নামাজ না পড়ার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাজ মুমিনের নূর। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজ জান্নাতের চাবি। নামাজ মুমিনের পরিচয়। নামাজ মুমিন- মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী।নামাজ চেহারার উজ্জ্বলতা। নামাজ গোনাহ মোচনকারী। নামাজ দিলের নূর। নামাজ শরীরের আরাম। নামাজ সুস্বাস্থ্যের কারণ। নামাজ কবরের সঙ্গী। নামাজ দলীল। নামাজ নাজাতের কারণ। নামাজ আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নামাজ দোযখের প্রতিবন্ধক। নামাজ দোয়া কবুলের মাধ্যম। নামাজ অত্যাধিক নেক অর্জনের হাতিয়ার। নামাজ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সোপান। নামাজ মুমিনের মেরাজ।
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর সর্বপ্রথম নামাজ ফরজ করেছেন। আর কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজেরই হিসাব হইবে।

ইসলামে নামাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যে, যেকোনো উপায়ে আপনাকে নামাজ পড়তেই হবে। ইসলামে সবকিছুর বিকল্প আছে কিন্তু নামাযের কোনো বিকল্প নেই। এ দেহে যত দিন প্রাণ থাকবে, যতদিন হুঁশ থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামাজ পড়তেই হবে। নামাজ ছাড়ার ও কাযা করার কোনো সুযোগ নেই।
একটু ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন।

(১) নামাজ পড়তে অযু লাগে। আর অযু করতে পানি লাগে। ধরুন, আপনি এমন এক জায়গায় আছেন যেখানে অযু করার মতো পবিত্র পানি খুঁজে পাচ্ছেন না। এদিকে নামাজের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তখন আপনি কী করবেন? অযুর জন্যে পানি পাচ্ছেন না বলে নামাজ ছেড়ে দিবেন? না, কখনো না। সে অবস্থায় আপনাকে অযুর বিকল্প হিসেবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করতে হবে। শরীয়ত অযুর বিকল্প তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছি কিন্তু নামাজের বিকল্প কিছু দেয় নি।

(২) নামাজ পড়তে পাক কাপড় লাগে। পাক কাপড়ের ব্যবস্থা করতে সম্ভব না হলে নাপাক কাপড় পড়ে যথাসম্ভব ধুয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।

(৩) নামাজ পড়তে জায়গা পাক লাগে। আল্লাহ তায়ালা পাক জায়গার অভাব রাখেন নি। কবর ও বাথরুম-টয়লেট ব্যাতিত পুরো জমিনটাই উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন: দুই পা, দুই হাটু, দুই হাতের তালু ও কপাল এবং নাক রাখার জায়গাটুকু পবিত্র হলেও নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

(৪) সতর ঢেকে নামাজ আদায় করতে হয়। সতর ঢাকার মতোও কাপড় না থাকলে উলঙ্গ অবস্থায় নির্জনস্থানে নামাজ আদায় করতে হবে। কাপড় নেই বলে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

(৫) জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে হয়। জামাতে আসার সুযোগ না হলে ঘরে থাকলে ঘরে নামাজ আদায় করতে হবে। দোকানে থাকলে দোকানে। অফিসে থাকলে অফিসে। ক্ষেত-খামারে থাকলে খেত খামারে নামাজ আদায় করতে হবে।

(৬) কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতে হয়। আপনি এমন এক অজানা অচেনা জায়গায় গেলেন যেখানে যাওয়ার পর আপনি কিবলা সনাক্ত করতে পারছেন না। তখন সময় আপনাকে মনের সাথে বুঝাপড়া করে অর্থাৎ আপনার মনের ঝোঁক যেদিকে প্রবল হবে সেদিকটাকে কেবলা ধরে নামাজ আদায় করতে হবে। তবুও কেবলা চিনি না এ অজুহাতে নামাজ ছাড়া যাবে না।

(৭) ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করতে হয়। ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করতে না পারলে পরে কাযা আদায় করতে হবে তবুও নামাজ ছাড়া যাবে না।

(৮) ফরজ নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করতে হয়। হাঁটুতে, পায়ে বা কোমরে ব্যথা হওয়ার কারণে যদি দাড়ানোর মত ক্ষমতা না থাকে। তাহলে বসে বসে নামজ আদায় করতে হবে। আর যদি বসার ও সুযোগ না থাকে তাহলে শুয়েশুয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করতে হবে। তবুও দাঁড়াতে পারিনা, বসতে পারিনা এই অজুহাতে নামাজ কাযা করা যাবে না।

(৯) নামাজে কেরাত পড়তে হয়। সূরা পড়তে হয়। দেখেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে কত সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন নি যে বান্দা! নামাজে সুরা বাকারার মতো লম্বা সূরা দিয়ে নামাজ আদায় করো। আল্লাহ তায়ালা বলেন নি, সুরা আলে ইমরান বা সূরা ইয়াসিন দিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে অন্যথায় নামাজ হবে না। এরকম কঠিন বিধান দেন নি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:
فاقرءو ما تيسر من القرأن

বান্দা কুরআনের যেখান থেকে তোমার সহজ লাগে সেখান থেকে নামাযে পাঠ করো। শুধু তাই নয় রাব্বুল আলামিন আপনার আমার সহজতার জন্যে সূরা কাউসারের মতো মাত্র তিন আয়াত দিয়ে চল্লিশটা অক্ষর দিয়ে সূরা নাজিল করেছেন। চার আয়াত দিয়ে সুরা ইখলাস নাযিল করেছেন। সুতরাং সুরা কেরাত পারি না এই ছুতানাতা দিয়ে নামাজ ছাড়া যাবে না।

(১০) সফর অবস্থা একটি কঠিন অবস্থা। সফরে গেলে একটা রাত কাটাতেও টাকার প্রয়োজন হয়। এক গ্লাস পানি খেতে চাইলেও টাকা দিয়ে কিনে খেতে হয়। একটু প্রস্রাব করতে হলেও টাকা দিয়ে করতে হয়। সেজন্যে নামাজ পড়তে বান্দার কষ্ট হয় বিধায় আল্লাহ তায়ালা নামাজ কসর করার অনুমতি দিয়েছেন অর্থাৎ সফর অবস্থায় বান্দা চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

দেখুন, সফরে গেলে ফরজ রোজা রাখা বা না রাখার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু নামাজ ছাড়ার কোনো সুযোগ নাই। সুতরাং এবার বুঝুন আপনার আমার উপর নামাজের গুরুত্ব কী পরিমাণ।

নামাজ দেহ ও মনের ময়লা পরিষ্কার করে

দেহ যদি ময়লা ও নাপাক হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি দিয়ে পরিষ্কার করি? সাবান দিয়ে? এবার বলেন আপনার অন্তরটা যদি গোনাহের ময়লা দিয়ে নাপাক ও ময়লা হয়ে যায় তাহলে কোন সাবান দিয়ে পরিষ্কার করবেন? লাইফবয়? লাক্স? কেয়া? না ভাই দুনিয়ার তামাম সাবান যদি গায়ে মেখে শেষ করে ফেলেন তবুও সরিষা দানা পরিমাণ গোনাহও অন্তর থেকে দূর হবে না। এই গোনাহ পরিষ্কার করতে হলে নামাজ নামক সাবান ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ارءيتم لو أن نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرّآت هل يبقى من درنه شيء
قال لا يبقى من درنه قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا

তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সবাই বল্ল না, তার শরীরে কোন প্রলার ময়লা থকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন: এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত | এর দ্বারা আল্লাহ তা’আলা সকল পাপ মুছে নিঃশেষ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

শুধু তাই নয়, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের জন্যে অযু করে তাহলে সে অযুর বিনিময়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোনাহ ক্ষমা করতে থাকেন।
إذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خَطِيئَةٍ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء أو نحو هَذَا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ”

যখন কোন মুমিন অথবা মুসলিম বান্দা অযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, তার মুখমণ্ডল হতে তার চোখের দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়।
যখন সে তার দুহাত ধৌত করে,তখন তার দুহাত দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে তা ওযুর পানির সাথে অথবা শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সকল গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম ও তিরমিজি)।
وعن أبي ذر أن النبي ﷺ خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ...رَوَاهُ أَحْمَد
আবু যর রাযি: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক শীতের মৌসুমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের দুটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন, ফলে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। হযরত আবু যর রাযি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সলাতে আদায় করে,তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। (আহমদ, সহীহ)।

নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা :

প্রতিদিন সিজদা দিয়ে বান্দা এটিই প্রমাণ করে যে, সে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করে না। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই মহান রবের কাছাকাছি আসা যায়। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই বান্দা তার প্রভুর সঙ্গে সরাসরি

কথা বলার সুযোগ পায়। ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে কোনো দালাল ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে বান্দা নামাজের মাধ্যমে সাক্ষাত্ করতে পারে এবং নিজের জন্য সাহায্য কামনা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার **১৫৩** নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।’

নামাজের মধ্যে অন্যতম একটি সৌন্দর্য হচ্ছে, নামাজের সময় সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে। সবাই আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে প্রকাশ্যে মাথা নত করে। এটিই নামাজের আসল সৌন্দর্যের প্রতিফলন।

করবেন, যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান, তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে) তিনি আপনাকে দেখছেন।

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:---

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد حاب وخسر.

কেয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম নামাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নামাজের হিসেব নেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে না বান্দা দুনিয়াতে তোমার কয়টা বাড়ি ছিল।কয়টা গাড়ি ছিল? কতখানি জমি ছিল। কোন এলাকার নেতা ছিলা? কোন আসনের এমই ছিলা? এসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না।আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা রাখবেন তা হচ্ছে বান্দা নিয়মিত নামাজ পড়েছ কিনা? সঠিকভাবে নামাজ পড়েছ কিনা? হিসেব দাও। যদি সঠিকভাবে নামাজের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি হিসেবে গরমিল হয় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিরমিজি, সহীহ হাদিস

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ونجاة وبرهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي ابن

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে (নামাজ) তার জন্য নূর, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে না তার কোনো নূর, দলীল ও নাজাতের ব্যবস্থা হবে না। সে কেয়ামতের দিন কাড়ুন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে। —মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৮

উলামায়ে কেরাম বলেন,
ধন সম্পদের কারণে যারা নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলো তাদের হাশর হবে কারুনের সাথে। নেতৃত্ব ও রাজনীতির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে ফেরাউনের সাথে। চাকরি বাকরির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে হামানের সাথে।

ব্যবসা বাণিজ্যর কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে উবাই ইবনে খালফের সাথে।
মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত ফরমান আসমান থেকে হযরত জিবরাইল আ.কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর নামাজ এমন এক মহান ইবাদাত, যা আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আ কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান নাই বরং আল্লাহর রাসূল সাহিবে মিরাজ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া থেকে সাত আসমানের উপর তুলে নিয়ে সেখানে নামাজ ফরজ করেছেন। রোজা ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। যাকাত ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। অন্যান্য বিধান নাযিল হয়েছে ফেরেশতার মাধ্যমে আর নামাজের বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন।
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إني فرضت علي أمتك خمسَ صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ...ابن ماجة

নামাজ ফরজ করার পর আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন। ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলাম। আর আমি ওয়াদা দিলাম, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে আমি আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি নামাজের হিফাজত করবে না তার জন্যে আমার কোনো ওয়াদা নেই। (ইবনে মাজাহ ৪৩০)

কিয়ামতের দিন লক্ষকোটি বনী আদম যখন বিচারের মাঠে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তায়ালা তখন জিজ্ঞেস করবেন, দুনিয়ার বুকে কারা আমাকে সিজদা করেছ? হাত উঠাও, সেদিন সবাই হাত উঠিয়ে বলবে আমরা সিজদা করেছি, নামাজি-বেনামাজি, কাফের-মুশরিক সবাই হাত উঠাবে। কেউ বাদ থাকবেনা। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক, এই মুহুর্তে সবাই আমাকে সিজদা করো। তখন সবাই আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় চলে যাবে। সবাই যখন সিজদায় চলে যাবে একদল মানুষ তখন দাঁড়িয়ে থাকবে। সিজদা করতে পারবে না। শত চেষ্টা করেও সিজদা করতে পারবে না। তাদের মেরুদন্ডের হাড্ডিটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাবে। তারা কারা জানেন? বেনামাজীর দল। কেয়ামতের

দিন ঐ বেনামজীর দল ধরা খেয়ে যাব। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। চেহারা লাল হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের বলেন, ৬৮: আল-ক্বলম,:আয়াত: ৪২,

ۚ۟يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْن

(স্মরণ করো) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটন হয়ে যাবে, তখন তাদের সিজদাবনত হওয়ার আহবান জানানো হবে, এসব হতভাগা ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সিজদা করতে) সক্ষম হবে না। সূরা কলম আয়াত ৪২

وقد كانوا يدعون الي السجود وهم سالمون ঐসব লোককে নামাজের জন্য (দৈনিক পাঁচবার আমার ঘর মসজিদে থেকে ডাকা হত) কিন্তু তারা সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও নামাজে আসত না। (সূরা কলম ৪৩)

ঐ বেনামাজি -দেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে? ওরে হতভাগার দল তোরা জাহান্নামে কেন আসলি, জাহান্নামে তো কোন ভালো মানুষ আসেনা।

ما سلككم في سقر

তোদের অপরাধ কি? তারা বলবে

ۚ۟قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْن

আমাদের অপরাধ হচ্ছে আমরা দুনিয়াতে মুসল্লী ছিলাম না। আমরা হলাম বেনামাজির দল। এই নামাজ না পড়ার কারণে আজ আমাদের এই দুরবস্থা। (সূরা মুদ্দাসিসর আয়াত ৩৩-৪৪)

নামাজের মূল ভিত্তি :

নামাযের মূল ভিত্তি হল, তার আরকান ও ওয়াজিবগুলো। এর মাঝে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা এবং কা'দা তথা বৈঠক। আর নামাযের রূহ হচ্ছে, আদব ও তাওয়াজু এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খুশু-খুযু অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে ছোট হয়ে হাজির হওয়া।

এই হাকীকত ও রূহানিয়তের প্রতি খেয়াল করলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা এতে না কিয়ামের ফরয আদায় হয়, না রুকু-সিজদার ফরয; আর না এর মাধ্যমে তাশাহহুদের জন্য যমিনে বসার হুকুম আদায় হয়। আর নামাযের যে রূহ অর্থাৎ সবিনয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হওয়া তাও এখানে অনুপস্থিত। কারণ চেয়ার সাধারণত আরাম ও মর্যাদার আলামত; তাওয়াজু ও বিনয়ের আলামত নয়।

এজন্য নামায আদায়ের পদ্ধতি হল, নামাযের সকল আরকান, ওয়াজিবাত, সুনান এবং আদাব ও মুস্তাহাব্বাতের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখে নামায আদায় করা। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা এবং রুকু-সিজদা যথা নিয়মে আদায় করা।

নামাযে বৈঠকের যে বিধান রয়েছে তার অর্থই হল, যমিন বা সমতলে বসা। আর সিজদা, যা মূলত নামাযের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর হাকীকতই হচ্ছে, শরীরের উপরের অংশ নিচু হওয়া আর পেছনের অংশ উঁচু হওয়া। সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ.

আমাকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) আদেশ করা হয়েছে : (১) কপাল ও নাক। (২, ৩) দুই হাত। (৪, ৫) দুই হাঁটু। (৬, ৭) দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৮১২

এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই সাত অঙ্গ ব্যবহার করে সিজদা করলেই তা পরিপূর্ণ সিজদা হবে এবং আল্লাহ তাআলা এভাবে সিজদা করারই হুকুম প্রদান করেছেন। আর নিচে বসে সমতলে সিজদা করার দ্বারাই এ হুকুম আদায় হয়। চেয়ারে বসে এভাবে সিজদা আদায় করা সম্ভবই নয়।

মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহয় নামাযের যে পদ্ধতি ফরয করা হয়েছে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে সেই ফরয আদায় করা সম্ভবই নয়।

এখন প্রশ্ন হল, মাযূর ও অসুস্থ ব্যক্তি কী করবে? এর উত্তর হল’ মাযূর মুসল্লী তো আজকে প্রথম নয়। আগেও তো মাযূর ও অসুস্থ মানুষ ছিল। ওযর ও অসুস্থ অবস্থায় কীভাবে নামায আদায় করতে হবে’ এর তালীমও কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়তে রয়েছে।

প্রয়োজন হল, ওজরের সময় নামায আদায় করার পদ্ধতি-সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধানের ইলম যথাযথ হাছিল করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। সহজতা, আরামপ্রিয়তা এবং নিছক আন্দাজ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনি এমনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া যে, আমার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয আছে’ এমনটি করা কখনই ঠিক নয়।

এতে যেভাবে শরীয়তের ব্যাপারে একধরনের বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায় তেমনি নামাযের মত আযীমুশ শান ইবাদতের ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের উদাসীনতাও সাব্যস্ত হয়। ওযরের ক্ষেত্রে শরীয়তের উসূল ও মূলনীতি হল, যে কোনো ওযরের কারণেই কেউ মাযূর সাব্যস্ত হয় না। তাই মামুলী ওযরের কারণে নিজেকে মাযূর মনে করা বৈধ নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল হল, যতটুকু ওজর ততটুকু রুখসত বা ছাড়। এমন নয় যে, এক ওজরের কারণে সকল ফরয থেকে ছুট্টি। যেমন, নামাযে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই বলে এখন রুকু-সিজদাও মাফ। রুকু-সিজদা করতে পারে না বিধায় এখন কা‘দা (তাশাহহুদের জন্য যমিনে বসা)-ও মাফ’ বিষয়টি এমন নয়।

হাদীস শরীফে এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন,

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কীভাবে নামায পড়ব সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসেও সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১১১৭)

দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারেন না, এমন ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতির ব্যাপারে এ হাদীসে মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন,

هَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْقِيَامَ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ إِلَّا بِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ ثُمَّ كَذَلِكَ الْقُعُودُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ثُمَّ كَذَلِكَ شَيْءٌ شَيْءٌ يَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

এ হাদীস স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, কিয়াম করতে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত নামাযে কিয়াম করা ফরয; তা বাদ দেওয়া যাবে না। তেমনি কা'দা (বৈঠক)। তা আদায়ে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আদায় করার ফরয বিধান বহাল থাকবে। নামাযের অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আমলগুলোও এমনি। যখন যেটি আদায়ে অক্ষম হবে কেবল সেটিই তখন ছাড়া যাবে। (আততামহীদ ১/১৩৫)

উপরোক্ত হাদীস ও শরীয়তের অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণ মাযূর ও অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের যেসব বিধি-বিধান উল্লেখ করেছেন তার আলোকে চেয়ারে বসে নামাযের হুকুম সামনে তুলে ধরা হল।

চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার বিধান

যদি কেউ দাড়াতে পারেন,তবে রুকু সেজদা করতে পারেন না,তবে উনি দাড়িয়েই নামায শুরু করবেন।অতঃপর দাড়িয়েই ইশারায় রুকু-সেজদা ও বৈঠক করে নামাযকে সমাপ্ত করবেন।এটা ইমাম যুফার রাহ সহ অন্যান্য তিনো মাযহাবের অভিমত।দারুল উলূম করাচির সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এটাই।তবে যদি কেউ দাড়িয়ে ইশারা করার পরিবর্তে বসে বসে ইশারা করে নামায পড়ে ফেলে তাহলে তার নামাযও ফাসেদ হবে না।বরং তার নামাযও হবে।যদিও সেটা অনুত্তম হিসেবে বিবেচিত হবে।

যদি কোনো ব্যক্তি রুকু সেজদায় যেতে পারে,কিন্তু রুকু সেজদা থেকে উঠতে না পারে।তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য প্রথম রাকাত দাড়িয়ে পড়ার পর পরবর্তী রা'কাত সমূহ বসে পড়ার অনুমোদন রয়েছে।

কখন চেয়ারে বসে নামায পড়া যায়

চেয়ারে বসে নামায পড়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো এই যে, যদি কোন ব্যক্তি ফরজ নামাযে কিয়াম করতে সক্ষম না হয়, তবে রুকু-সেজদা করতে পারে তাহলে এমতাবস্থায় সে যদি

যমীন বা খাট ইত্যাদিতে বসে নামায আদায় করতে পারে তাহলে সে যমীন বা খাটে বসেই নামায আদায় করবে। আর এ অবস্থায় উক্ত মাযুর ব্যক্তির জন্য নিয়মমাফিক ঝুঁকে রুকু করা এবং যমীন, খাট ইত্যাদিতে মাথা রেখে সেজদা করা জরুরী। শুধু ইশারায় রুকু-সেজদা করা জায়েয নেই এবং এর দ্বারা নামায হবে না। হ্যাঁ দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে যমীনে মাথা রেখে সেজদা করতে সক্ষম না হয় অথবা সেজদা করতে সীমাহীন কষ্ট হয় তাহলে সে খাট ইত্যাদিতে মাথা রাখা ছাড়াই শুধু ইশারায় রুকু-সেজদা করবে। এর দ্বারাই তার সেজদা আদায় হয়ে যাবে।

আর এ অবস্থায় অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি রুকু-সেজদা অথবা শুধু সেজদা করতে অক্ষম হয় তাহলে সে ব্যক্তির জন্য যেহেতু যমীনে বসে ইশারা করা আবশ্যক নয়, বরং দাঁড়িয়ে ইশারা করাও বৈধ।

চেয়ারে নামায কীভাবে শুরু করবে?

যদি কোনো ব্যক্তি শুরু থেকেই একেবারে দাঁড়াতে অক্ষম হয়, অথবা দাঁড়ালে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় সে শুরু থেকেই নামায বসে আদায় করবে, তবে যদি কোনো ব্যক্তি বিনা কষ্টে কিছু সময় কিয়াম করতে সক্ষম হয় তাহলে সে ওই পরিমাণ সময় কিয়াম করবে। অতঃপর রুকু করে সেজদার সময় বসে ইশারায় সেজদা আদায় করবে।

ফরজ-ওয়াজিব নামায চেয়ারে বসে পড়ার বিধান

যদি দুর্বলতা বা অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে না পারে কিংবা পারলেও তাতে মারাত্মক কষ্ট হয় বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার কিংবা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে [চাই এই আশঙ্কা নিজ অভিজ্ঞতা বা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হোক অথবা কোন নির্ভরযোগ্য দীনদার ডাক্তার বলার কারণে হোক] অথবা দাঁড়ালে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ভয় হয় কিংবা অজু ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় হয় তাহলে এ সকল অবস্থায় কিয়াম ফরয হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে যায়। এমন লোকদের জন্য বসে নামায পড়া জায়েয। তবে এক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়মমাফিক রুকু সেজদা করার শক্তি থাকবে তাকে যমীনে বসে রুকু-সেজদা করে নামায আদায় করতে হবে। চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে পারবে না।

আর যদি কোন ওজরের কারণে রুকু সেজদা অথবা শুধু সেজদা করতে সক্ষম না হয় তাহলে এক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায পড়ারও অবকাশ রয়েছে। যেমনটি উপরে আলোচনা করা হল।

(١٣٦/١) - في الفتاوى الهندية ....

إذا عجز المريض عن القيام صلّى قاعدًا يركع ويسجد ، هكذا في الهدايـــة وأصح الأقاويل في تفسير العجز أن يلحقه بالقيام ضرر وعليه الفتوى ، كذا في معراج الدراية ، وكذلك إذا خاف زيادة المرض أو إبطاء البرء بالقيام أو دوران

নফল নামায চেয়ারে বসে পড়ার হুকুম

সুস্থ মানুষ বা সাধারণ অসুস্থ লোক যারা দাঁড়াতে সক্ষম তাদের জন্যও নফল নামায যমীনে বসে পড়া জায়েয। মাকরূহ নয়। তথাপি বিনা ওজরে বসে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ার তুলনায় অর্ধেক সাওয়াব হয়। কিন্তু নফল নামায বসে আদায় করা অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি রুকু-সেজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য জরুরী হলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঝুঁকে রুকু করা এবং যমীনে সেজদা করা। চেয়ারে বসে বা যমীনে বসেই ইশারায় পড়া যথেষ্ট নয়।

অবশ্য নফল নামায যদি শহরের বাহিরে কোন বাহনের উপর পড়া হয় যেমন উট, ঘোড়া, ট্রেন বা মটর গাড়ী ইত্যাদিতে তাহলে সে ক্ষেত্রে কিয়াম করা, কেবলামুখী হওয়া এবং নিয়ম মাফিক রুকু-সেজদা করা শর্ত নয়। তাই এক্ষেত্রে রুকু-সেজদার জন্য ইশারা যথেষ্ট।

সুতরাং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যেহেতু হাঁটুতে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও রুকু-সেজদা করতে সক্ষম। যেমন প্রশ্ন থেকে তা স্পষ্ট। তাই তার জন্য জরুরী হলো বসে নফল পড়া অবস্থায় যথাযথ ঝুঁকে রুকু করা এবং যমীনে সেজদা করা। কেননা রুকু-সেজদা করতে সক্ষম হওয়া অবস্থায় ইশারায় রুকু-সেজদা করলে নামায হবে না। সুতরাং সে চেয়ারে বসে নামায পড়তে পারবে না। চেয়ারে বসে নফল ঐ ব্যক্তি পড়তে পারবে যে সেজদা করতে সক্ষম নয়। লোকদেরকে নিরুৎসাহ করা উচিত। আর এর ব্যবহার শুধু ঐসকল ব্যক্তিদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা চাই যারা যমীনে বসে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়। তবে রুকু সেজদা করতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা এই কারণে জায়েয যে, যখন কোন ব্যক্তি রুকু-সেজদা করতে সক্ষম না হয়, তখন যদিও তার জন্য উত্তম এটাই যে, সে যমীনে বসে ইশারায় নামায পড়বে যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, এমন ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুকু সেজদার ইশারা করে নেয় তাহলে তাও জায়েয, যেমনটি ফাতহুল কদীরে এসেছে- "যদি দাঁড়িয়ে ইশারা করে তাহলে তা জায়েয আছে তবে বসে ইশারা করা উত্তম কেননা তা সেজদার অধিক নিকটবর্তী।" (ফাতহুল কুদীর ১/৪৬০)

সুতরাং যখন ইশারায় নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্য যমীনে বসেই নামায পড়া জরুরী বা নির্ধারিত নয় বরং দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামায পড়াও জায়েয, তাই চেয়ারে বসে ইশারায়

নামায পড়াও জায়েয হবে। তবে চেয়ারের মোকাবেলায় যমীনে বসা উত্তম। কেননা যমীনে উপবিষ্ট ব্যক্তি চেয়ারে উপবিষ্টের চেয়ে যমীনের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে।

(٩٧/٢) - في رد المحتار ....

وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف (لا القيام أوماً) بالهمز (قاعدا) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض .

(١٣٦/١) - في الفتاوى الهندية ....

وكذا لو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام فالمستحب أن يصلي قاعدًا بإيماء وإن صلى قائمًا بإيماء جاز عندنا ، هكذا في فتاوى قاضي خان . ... في الهداية (١ / ٧٦)

قَالَ (وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ وَيُصَلِّي قَاعِدًا يُومِي لِمَاء .... وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِيمَاءِ قَاعِدًا ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بالسجود .

চেয়ারে বসে নামাযের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি

যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মাযূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযরেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে। সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে নামায আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো।আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে।কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম।

হাঁটুর ব্যথার কারণে কখনো রুকু সেজদা করে আর কখনো চেয়ারে বসে নামায পড়া

যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু-সেজদা করতে সক্ষম এবং এমন কোনো অসুস্থতায় আক্রান্ত নয় যার কারণে সে এ রুকনগুলো আদায় করতে অপরাগ অথবা এ রুকনগুলো আদায় করার কারণে তার অসুস্থতা বেড়ে যাওয়া বা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার কোন আশঙ্কা না থাকে এমন

ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো ফরজ ওয়াজিব এবং কমপক্ষে ফজরের সুন্নত দাঁড়িয়ে আদায় করা। যদিও দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কিছুটা কষ্ট হয়। এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে বিবরণ নিম্নরূপ-

ক. যদি তার হাঁটুতে সাধারণ কোনো ব্যথা হয় যে ঐ ব্যথা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে এবং এর কারণে ব্যথা বেড়ে যাওয়া অথবা ভালো হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে তার উপর জরুরি হলো যে, সে নামায দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এই অবস্থায় তার জন্য বসে নামায পড়া জায়েয নেই।

খ. যদি তার হাঁটুর সমস্যা এমন হয় যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে তা বেড়ে যাওয়া অথবা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা তাতে অসহনীয় কষ্ট হয় তাহলে এমতাবস্থায় তার জন্য বসে নামায পড়া জায়েয।

আর ঐ ব্যক্তির রুকু এবং সেজদার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো যে, যদি সে রুকু-সেজদা করতে সক্ষম হয়, যদিও ডানে বায়ে পা ছড়িয়ে বসে হয় তাহলে তার উপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে রুকু সেজদা করা জরুরী। শুধু ইশারায় রুকু-সেজদা করা জায়েয নেই। যদিও সামনে টেবিল ইত্যাদি উঁচু কোন বস্তু রেখে তার উপর সেজদা করুক। কিন্তু লক্ষ্য রাখবে যে, যেই জিনিসের উপর সেজদা করছে তার উচ্চতা যমীন থেকে আনুমানিক নয় ইঞ্চি বা অর্ধ হাত এর চেয়ে বেশি উঁচু যেন না হয়। কেননা এর চেয়ে উঁচু কোন বস্তুর উপর সেজদা করা জায়েয নেই। এ অবস্থায় সে যমীনে বসে নামায আদায় করবে। তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নেই।

গ. যদি সমস্যা এমন হয় যে, কখনও ব্যথা বেড়ে যায় যার কারণে দাঁড়াতে বা রুকু-সেজদা করতে অপারগ হয় বা তাতে অসহনীয় কষ্ট হয় বা সমস্যা আরো বেড়ে যাওয়া অথবা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার ভয় হয়। আবার কখনও কমে যায় যার কারণে উক্ত ব্যক্তি কিয়াম, রুকু ও সেজদা করতে সক্ষম হয়ে যায় তাহলে প্রথম অবস্থা দেখা দেওয়ার সময় সে মাজুর সাব্যস্ত হবে এবং এ অবস্থায় বসে বা ইশারা করে নামায পড়া জায়েয। আর যখন দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দিবে তখন তার উপর সুস্থতার হুকুম ফিরে আসবে এবং তখন তার জন্য আবশ্যক হবে যে, সে ঐ নামাযগুলো দাঁড়িয়ে আদায় করবে যে নামাযগুলোতে দাঁড়ানো আবশ্যক। এমনকি যদি সামান্য সময়ের জন্যও দাঁড়াতে সক্ষম হয় পুরা নামায দাঁড়িয়ে পড়তে না পারে, তাহলে যে পরিমাণ সময় দাঁড়াতে পারে সে পরিমাণ সময় দাঁড়ানো তার উপর ফরজ। যেমন, দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলার সামর্থ্য আছে কিন্তু কিরাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই তাহলে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা তার জন্য ফরজ।

সুতরাং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় যদি উক্ত ব্যক্তি সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থায় যখন মাজুর বলে গণ্য হয় তখন বসে বা ইশারা করে নামায আদায় করে আর সমস্যা কমে যাওয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে নিয়মমাফিক রুকু সেজদা করে নামায আদায় করে তাহলে তার নামায সহীহ হবে।

আর যদি সে উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী মাজুর না হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন মন চায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, আর যখন মন চায় বসে নামায পড়ে তাহলে এমতাবস্থায় বসে আদায়কৃত ঐ সকল নামায যাতে কিয়াম তরক করার অবকাশ নেই (অর্থাৎ, ফরজ ও ওয়াজিব নামায) তা আদায় হয়নি। সেগুলো পুনরায় আদায় করা জরুরী। আর যখন সে রুকু-সেজদা করতে অক্ষম হয়ে যায় তখন তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া এবং রুকু- সেজদা ইশারায় করাও জায়েয।

অসুস্থ হলেই চেয়ারে নামায জায়েয হয়ে যায় না-

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সামান্য অসুস্থতা, সামান্য দুর্বলতা, হালকা ব্যথা-বেদনার অজুহাতে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রবণতা অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। ফলে মসজিদে মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীদের মধ্যে এমন লোকও থাকেন, যারা হাঁটা-চলা, উঠা-বসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যাচ্ছেন। কিন্তু নামাযের সময় তারা মাযূর হয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন।

ভালোভাবে মনে রাখা দরকার, যে কোনো অসুস্থতার কারণেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

‘দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসে সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।’

এর থেকে স্পষ্ট যে, বসে নামায পড়ার জন্য শর্ত হল দাঁড়ানোর সক্ষমতা না থাকা। তেমনি যমিনে/সমতলে না বসে পড়ার জন্যও শর্ত, যমিনে/সমতলে বসার সক্ষমতা না থাকা। আর কোন্ প্রকারের অসুস্থতা অক্ষমতা গণ্য হবে কোন্টি গণ্য হবে না এবং এর মানদণ্ড কী? ফকীহগণ তা নির্ণয় করে দিয়ে গেছেন।

মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনে মায়মূন রাহ. বলেন, তার পিতা মায়মূন ইবনে মেহরান রাহ.-কে প্রশ্ন করা হল,

مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟

অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামায পড়তে পারবে এর মানদণ্ড কী?

উত্তরে তিনি বলেন,

إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا.

যখন সে তার দুনিয়াবী কাজের জন্য দাঁড়াতে পারে না এ অবস্থায় পৌঁছলে সে বসে নামায পড়তে পারবে। (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, বর্ণনা ৪১২৬)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আলমুহীতুল বুরহানীতে আছে,

وقال عليه السلام لعمران بن حصين رضي الله عنه حين عاده وهو مريض: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماءً والمعنى في ذلك أن الطاعة بحسب الطاقة. وقوله: فإن عجز عن القيام وقدر على القعود يصلي المكتوبة قاعداً، لم يرد بهذا العجز العجز أصلاً لا محالة بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعداً، بل إذا عجز عنه أصلاً، أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداً حتى تزيد علته لذلك، أو يجد وجعاً بذلك، أو يخاف إبطاء البرء، فهذا وما لو عجز عنه أصلاً سواء.

(আলমুহীতুল বুরহানী ৩/২৬)

অর্থাৎ অক্ষমতার প্রথম অর্থ হল, কাজটির সামর্থ্যই না থাকা। আর যদি সামর্থ্য থাকে, কিন্তু এটি করলে সে বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে বা এর কারণে তার রোগ বেড়ে যায় কিংবা এর কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করে অথবা এমনটি করলে তার রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে, এ অবস্থাগুলোই কেবল অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেনম

قوله إذا عجز المريض) المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام، لكن) يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه، فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩)

এখানে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, দাঁড়ালে অনেক বেশি ব্যথা হলেই কেবল না দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সুযোগ আছে। শুধু কিছু ব্যথা বা কষ্ট লাগার কারণেই কিয়ামের ফরয ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

আর রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ফয়সালা করা হবে এর মূলনীতিও ফকীহগণ নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন,

وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩৫১)

অর্থাৎ রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার ফয়সালা শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে করা যাবে না। বরং স্পষ্ট কোনো আলামত বা রোগীর পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা মুসলিম অভিজ্ঞ ভালো কোনো ডাক্তারের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তা নির্ণয় করতে হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ.-ও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

(قوله خاف) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق.

(রদ্দুল মুহতার ২/৯৬)

এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে ডাক্তার মুসলিম হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, ডাক্তার যদি অমুসলিম হয় তাহলে একে তো তার কাছে নামাযের গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। সেজন্য নামাযের আরকান যথাযথ আদায় করলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হবে কি না? এ সম্পর্কেও তার বাস্তব ধারণা থকবে না।

সবচেয়ে বড় কথা হল, দ্বীনী বিষয়ে কোনো অমুসলিমের উপর আস্থা রাখা যায় না। এজন্যই মুসলিম ডাক্তার শর্ত করা হয়েছে। তবে কখনো কখনো মুসলিম ডাক্তারের মাঝেও দ্বীনী বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চেয়ারে বসে নামায শুরু করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি নিজের অবস্থার পুরোপুরি বিবরণ দিয়ে কোনো মুফতী বা ফতোয়া বিভাগ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। নতুবা ক্ষেত্রবিশেষে নামায সহীহ নাও হতে পারে।

মোটকথা, অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং অসুস্থতার ধরন হিসেবে এর হুকুমও ভিন্ন হয়ে থাকে। ১. এমন অসুস্থতা, যা সত্তে¡ও চেয়ারে বসে পড়লে নামায শুদ্ধই হবে না। ২. এমন অসুস্থতা, যার কারণে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে নামায ফাসেদ হবে না। ৩. এমন অসুস্থতা, যার কারণে পুরো নামায চেয়ারে বসে পড়া জায়েয।

যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয

এক- যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযূর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েয নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

দুই- শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। এমনকি যমিনে বসে পড়লেও আদায় হবে না।

তিন- যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা। দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে; বরং এ ব্যথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারে তবে তার জন্যও যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামায আদায় হবে না।

চার- যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামায পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবেÑ এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার চেয়ে মাটিতে বসে নামায পড়াই উত্তম

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাতবারকাতুহুম তার সদ্য লেখা এ ফতওয়ায় চেয়ারে বসেনামায আদায় করার ক্ষতির দিকগুলো আলোচনাকরতে গিয়ে বলেন, 'জমিনে বসে নামায আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসার যে প্রচলন দেখা যায় তাতে বিভিন্ন দিক থেকে আপত্তি রয়েছে।

(১)মাযুর ব্যক্তিদের জন্য জমিনে বসে নামায আদায় করাই উত্তম ও মাসনূন তরীকা।এর উপরই সাহাবায়েকেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং পরবর্তীদের আমল চলে আসছে। চেয়ারে বসে নামায আদায় করার রেওয়াজ কেবল শুরু হয়েছে।খায়রুল কুরূনে এর নযীর নেই। অথচ সে যুগে মাযুরও ছিল চেয়ারও ছিল।

(২) যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযুর নয়, অর্থাৎ কিয়াম,রুকু সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য জমিনে বা চেয়ারে বসে ফরয এবং ওয়াজিব নামায আদায় করাই জায়েয নেই। অথচ কখনো কখনো দেখা যায় এ ধরণের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

(৩) চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কাতার সোজা করা ও সোজা রাখার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ মিলে মিলে দাড়ানো ও কাতার সোজা করার বিষয়েহাদীস শরীফে জোর তাকীদ এসেছে।

(৪) বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের অধিক্যের কারণে তা নাসারাদের গির্জা ও ইহুদীদের উপাসনালয়ের সাদৃশ দেখা যায়। তারা গির্জায় চেয়ার ও বেঞ্চে বসে উপাসনা করে। আর দ্বীনী বিষয়ে ইহুদী নাসারা ও অন্যান্য জাতিরসাদৃশ্য থেকেহ নিষেধ করা হয়েছে।

(৫)নামায তো এমন ইবাদত যা আদায় করতে হয়বিনয়াবনত হয়ে বিগলিতচিত্তে। আর চেয়ারে বসে নামায আদায় করার চেয়ে জমিনে বসে নামায আদায়ের মাঝে তা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়।

(৬) কোন কোন যুবক ও সুস্থ ব্যক্তি নামাযের পর মসজিদে রাখা চেয়ারে বসে আরাম করে। কখনো কখনো চেয়ার নিয়ে গোল হয়ে বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এটা মসজিদের পবিত্রতা, মার্যাদা ও আদবের খেলাফ।

(৭)মসজিদে চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কোন কোন ছুরতে কুরআনে কারীম এবং মুরববী নামাযীদের আদবও এহতেরামের ব্যত্যয় ঘটে।''

(নমুনা স্বরূপ আপত্তির এ সাতটি দিক উল্লেখ করার পর হযরত লেখেন :)

اس لئے اشارہ سے نماز پڑھنے کے لئے بھی حتی الامکان کرسیوں کے استعمال سے بچنا چاہئے اور ان کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے، اور ان کا استعمال صرف ان حضرات کی حد تك محدود کرنا چاہئے جو زمین پر بیٹھکر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہوں.

“...এ জন্যই ইশারায় নামায আদায় করার জন্য ও যথাসম্ভব চেয়ারের ব্যবহার না করা চাই। চেয়ার ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহিত করা চায় এবং এর ব্যবহার কেবল মাত্র ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে সিমাবদ্ধ করা উচিত,যারা জমিনে বসে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়।”
এই স্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও হযরত আবার এটাও লিখেছেন যে, রুকু সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ জমিনের উপরবসে ইশারায় নামায আদায় করতে সক্ষম হওয়ার পরও যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে থাকেন, তাহলে সেটাও জায়েয, কিন্তু অনুত্তম কাজ। আর দারুল উলূমদেওবন্দের ফতওয়ায় এটাকে শুধু অনুত্তমই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, তা বিভিন্ন কারণে ‘কারাহাত’ মুক্ত নয়।(সংগৃহীত)আরো জানুন-271
https://ifatwa.info/44884/ ফতোয়াতে উল্লেখ রয়েছেঃ
হাদীস শরীফে এসেছেঃ
হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»
আমার একবার অর্শগেজ হয়ে গেলো।আমি এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নিকট নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞাসা করলাম।তখন তিনি প্রতিউত্তরে বললেন,তুমি দাড়িয়ে নামায পড়বে,তারপর দাড়ানো সম্ভব না হলে বসে বসে নামায পড়বে।যদি বসেও সম্ভব না হয় তাহলে হেলান দিয়ে নামায আদায় করবে।(সহীহ বোখারী-১১১৭)
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় বর্ণিত রয়েছে,
ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر
যদি কেউ নামাযে কিছু সময় কিয়াম করার পর অক্ষম হয়ে যায়,এবং এরপর আর দাড়াতে সক্ষম না হয়,তাহলে তার জন্য হুকুম হল যে, সে নামাযে ততটুকুই দাড়াবে যতটুকু তার জন্য সম্ভব হবে।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৩৬)
তারপর উল্লেখ করা হয়,
وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، كذا في فتاوى قاضي خان حتى لو سوى لم يصح، كذا في البحر الرائق.
যদি কেউ নামাযে কিয়াম,রুকু,সিজদা করতে অক্ষম থাকে,কিন্তু সে আবার বসে বসে পড়তে সক্ষম হয়,তাহলে তার জন্য হুকুম হল যে,;সে বসে বসে ইশারায় নামায পড়বে।এবং সেজদার সময় মাথাকে রুকু থেকে একটু বেশী নিচু করবে।(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)তবে যদি কেউ রুকু এবং সেজদার সময়ে মাথাকে সমান করে রাখে তাহলে তার নামাযই বিশুদ্ধ হবে না।(বাহরুর রায়েক্ব)
اس لئے اشارہ سے نماز پڑھنے کے لئے بھی حتی الامکان کرسیوں کے استعمال سے بچنا چاہئے اور ان کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے، اور ان کا استعمال

صرف ان حضرات کی حد تك محدود کرنا چاہئے جو زمین پر بیٹھکر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہوں.

"...এ জন্যই ইশারায় নামায আদায় করার জন্য ও যথাসম্ভব চেয়ারের ব্যবহার না করা চাই। চেয়ার ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহিত করা চায় এবং এর ব্যবহার কেবল মাত্র ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে সিমাবদ্ধ করা উচিত,যারা জমিনে বসে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়।"

এই স্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও হযরত আবার এটাও লিখেছেন যে, রুকু সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ জমিনের উপরবসে ইশারায় নামায আদায় করতে সক্ষম হওয়ার পরও যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে থাকেন, তাহলে সেটাও জায়েয, কিন্তু অনুত্তম কাজ। আর দারুল উলূমদেওবন্দের ফতওয়ায় এটাকে শুধু অনুত্তমই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, তা বিভিন্ন কারণে 'কারাহাত' মুক্ত নয়।(সংগৃহীত)আরো জানুন-27

চেয়ারে বসে নামায পড়ার শরয়ী বিধান:

চেয়ারে বসে নামায পড়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো এই যে, যদি কোন ব্যক্তি ফরজ নামাযে কিয়াম করতে সক্ষম না হয়, তবে রুকু-সেজদা করতে পারে তাহলে এমতাবস্থায় সে যদি যমীন বা খাট ইত্যাদিতে বসে নামায আদায় করতে পারে তাহলে সে যমীন বা খাটে বসেই নামায আদায় করবে। আর এ অবস্থায় উক্ত মায়ুর ব্যক্তির জন্য নিয়মমাফিক ঝুঁকে রুকু করা এবং যমীন, খাট ইত্যাদিতে মাথা রেখে সেজদা করা জরুরী। শুধু ইশারায় রুকু-সেজদা করা জায়েয নেই এবং এর দ্বারা নামায হবে না। হ্যাঁ দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে যমীনে মাথা রেখে সেজদা করতে সক্ষম না হয় অথবা সেজদা করতে সীমাহীন কষ্ট হয় তাহলে সে খাট ইত্যাদিতে মাথা রাখা ছাড়াই শুধু ইশারায় রুকু-সেজদা করবে। এর দ্বারাই তার সেজদা আদায় হয়ে যাবে।

আর এ অবস্থায় অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি রুকু-সেজদা অথবা শুধু সেজদা করতে অক্ষম হয় তাহলে সে ব্যক্তির জন্য যেহেতু যমীনে বসে ইশারা করা আবশ্যক নয়, বরং দাঁড়িয়ে ইশারা করাও বৈধ।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসল্লিগণ যাতে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে তাদের সালাত আদায় করতে পারে এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতে পারে। কেননা আমরা জানি যে, সালাত হচ্ছে শাহাদাতাইনের পর ইসলামের মূলস্তম্ভ এবং মৌলিক অঙ্গ। সালাতের সাথেই ব্যক্তির অন্যান্য কর্মকাণ্ড বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জড়িত। সুতরাং সালাত যদি শুদ্ধ হয়ে যায় তবে অন্য আমলও তার বিশুদ্ধ হবে। আর যদি সালাতই শুদ্ধ না হয় তবে অন্যান্য আমলও তথৈবচ। তাই সালাতকে যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে সচেষ্ট থাকার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর তার বর্ণনা করা দ্বীনের অন্যতম কাজ হিসেবে পরিগণিত। বিশেষ করে বর্তমানে চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা এতই বেড়ে গেছে যে প্রায় সকল মসজিদেই তাদেরকে দেখা যায়। অথচ অনেকেই অবচেতনভাবে তাতে ভুল করে যাচ্ছে। কারণ এমন অনেক আছে যে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু রুকু বা সিজদা করতে পারে না, অথচ

সে না দাঁড়িয়েই বসে বসে সালাত আদায় করছে, অথচ সালাতের প্রতি রাকাতে দাঁড়ানো সালাতের রুকন। এ জাতীয় আরও কিছু ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব।

□ **প্রথম অবস্থা:**

যে ব্যক্তি রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে কিয়াম, রুকু, কিংবা সাজদাহ কোনোটিই করতে সক্ষম নয়। তারা যেভাবে বসে তাদের পক্ষে সালাত আদায় করা সম্ভব হয় সেভাবেই আদায় করতে পারবেন। কারণ আল্লাহ বলেন, "সুতরাং তোমরা যতটুকু সম্ভব ততটুকু আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।" তাছাড়া আল্লাহ আরও বলেন, "আল্লাহ কোনো আত্মাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না"।

নিয়ম হচ্ছে যে, যারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে তারা সরাসরি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। কারণ আশংকা করা হয় যে, ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর ফলে কোনো কারণে যদি ইমাম কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ কোনো পাঠ বা ঘোষণার সময় সে ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লিদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

আরও নিয়ম হচ্ছে যে, চেয়ারটি হবে আকারে ছোট। অর্থাৎ যতটুকু না হলে প্রয়োজন পুরো হয় না ততটুকুই। যাতে পার্শ্বস্থ ও পিছনের অন্যান্য মুসল্লিদের কাতার নষ্ট বা সোজা করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

□ **দ্বিতীয় অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম কিন্তু সে সাজদাহ করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে ব্যক্তি সাধারণ সালাত আদায় করবে। সে কিয়াম ও রুকু যথা নিয়মে আদায় করবে। কিন্তু যখন সাজদাহ করার সময় হবে তখন সে চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত সাজদা আদায় করবে। অর্থাৎ রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকে সাজদা দেবে।

□ **তৃতীয় অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম করতে সমর্থ কিন্তু রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করবে। সে যথা নিয়মে কিয়াম করার পর যখন রুকু ও সাজদাহ করার সময় হবে তখন চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত রুকু ও সাজদা আদায় করবে। অর্থাৎ ঝুঁকে রুকু আদায় করবে, কিন্তু সাজদাতে রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকবে।

□ **চতুর্থ অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম করতে সমর্থ নয় কিন্তু সে রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম। তাহলে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে। তারপর যখন রুকুর করতে চাইবে তখন চেয়ার ছেড়ে স্বাভাবিকভাবে রুকু করবে। তারপর সে সাজদাহ করার জন্য স্বাভাবিকভাবে মাটিতে সাজদায় চলে যাবে।

মনে রাখতে হবে যে রুখসত তথা ছাড় শুধু প্রয়োজন মোতাবেকই হবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না। যখন রুখসতের প্রয়োজন হয় তখন তার উপর আমল করবে, সেটা অন্য আমলের সময় নেওয়া যাবে না। প্রয়োজনকে তার গণ্ডির ভিতরেই রাখতে হবে।

□ **পঞ্চম অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম। কিন্তু সে কিয়াম কিংবা রুকু করতে সমর্থ নয়। তাহলে সে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে। তারপর যখন সাজদাহ করার সময় হবে তখন স্বাভাবিকভাবে মাটিতে সাজদায় চলে যাবে। মুসল্লির জানা উচিত যে, এগুলো হচ্ছে ফরয সালাতের বিধান।

যদি নফল সালাত হয় তবে সেটা পুরোটাই বসে পড়ার বিধান রয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বাহনের উপর সালাত আদায় করা সাব্যস্ত রয়েছে। তিনি বাহনের উপর ফরয সালাত আদায় করতেন না। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে সে দাঁড়িয়ে আদায় মুসল্লির জানা উচিত যে, এগুলো হচ্ছে ফরয সালাতের বিধান।

যদি নফল সালাত হয় তবে সেটা পুরোটাই বসে পড়ার বিধান রয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বাহনের উপর সালাত আদায় করা সাব্যস্ত রয়েছে। তিনি বাহনের উপর ফরয সালাত আদায় করতেন না। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে সে দাঁড়িয়ে আদায় করার অর্ধেক সালাত প্রাপ্ত হবে" সে হাদীসটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যার ওজর নেই। পক্ষান্তরে যার ওজর রয়েছে তিনি বসে বড়লেও পূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হবেন। [আল্লাহই ভালো জানেন]

□ **ষষ্ঠ অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) সালাতের সকল রুকনই যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম। তবে সে তাশাহহুদে বসতে অক্ষম। এমতাবস্থায় সে সাধারণভাবেই সালাত আদায় করতে থাকবে, অতঃপর যখন তাশাহহুদের বসা আসবে তখন চেয়ারে বসে পড়বে।

□ **সপ্তম অবস্থা:**

প্রতিবন্ধী ও রোগীদের সালাতের ব্যাপারে মূল হচ্ছে তারা মাটিতে বসে সালাত আদায় করবে। কিন্তু যদি চেয়ারে বসে আদায় করা হয় তবে তা জায়েয।

মসজিদে চেয়ারে বসে নামাজ সংক্রান্ত বিধি-বিধান

১. মুসল্লি যদি কাতারের মাঝখানে হয় তবে চেয়ারের পিছনের পা দু'টিকে কাতারের মধ্যে রাখতে হবে। এমতাবস্থায় সে নিজের শরীর নিয়ে কাতার □ চেয়ারের অবস্থান ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান

১. মুসল্লি যদি কাতারের মাঝখানে হয় তবে চেয়ারের পিছনের পা দু'টিকে কাতারের মধ্যে রাখতে হবে। এমতাবস্থায় সে নিজের শরীর নিয়ে কাতার থেকে সামনে এগিয়ে বসবে। যাতে করে পিছনের কাতার নষ্ট না হয়।

২. আর যদি চেয়ার কাতারের এক পার্শ্বে কিংবা কাতারসমূহের পিছনে থাকে, আর তার পিছনে কোনো কাতার না থাকে তবে সে চেয়ারের
সামনের পা দু'টি কাতারের মধ্যে রাখবে, আর সে শরীর নিয়ে কাতারে থাকবে, শরীর নিয়ে কাতারের সামনে এগিয়ে যাবে না।

৩. মুসল্লির জন্য এটা জায়েয হবে না যে সে রুকু ও সাজদার সময় চেয়ার সামনের দিকে টেনে নিবে আবার দাঁড়ানো অবস্থায় সেটাকে আবার পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে এর উল্টোটাও করা জায়েয হবে না। এ ধরনের কাজ অপ্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর কোনো দরকারও নেই।

তাছাড়া যারা চেয়ারে সালাত আদায় করবে তাদের উচিত যে চেয়ারে তারা বসছে সেটা ঠিক আছে কি না তা যাচাই করে নেওয়া। কারণ এ সকল চেয়ার অনেক সময় ধরে মসজিদে থাকার কারণে সেগুলো কিছু সময় ঠিক থাকার পরে অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া কারও কারও ওজন বেশি হলে তার ভার সইতে না পেরে চেয়ারের পা ভেঙ্গে সে নিজে পড়ে যেমন ব্যথা পেতে পারে তেমনি পার্শ্বস্থ অন্য কাউকেও কষ্ট দিতে পারে।

আবার কিছু কিছু চেয়ার রয়েছে যা কোনো দানকারীর মাধ্যমে এসেছে। এগুলোর উপকারিতা সকলের জন্যই। কেউ সেগুলোকে নিজের মত করে রিজার্ভ করে নিতে পারে না। বরং মসজিদে প্রবেশের পর যা পাওয়া যাবে তাতে সে সালাত আদায় করবে। তবে যদি কেউ নিজের মালিকানায় কোনো চেয়ার খরিদ করে মসজিদে রাখে তাহলে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারও উচিত হবে না সেটায় হস্তক্ষেপ করা। [আর আল্লাহই ভালো জানেন]

চেয়ারে সালাত আদায়কারীর জ্ঞাতব্য

এটা জানা থাকা উচিত যে, যে ব্যক্তি চেয়ারে সালাত আদায় করবে তার সালাতে বিনয় ও নম্রতার ঘাটতি থাকবেই। কারণ এর মাধ্যমে সে সালাতের রুকনসমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারছে না। সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজনেই কেবল এ রুখসত বা ছাড় গ্রহণ করা যাবে। তাছাড়া তার উচিত সালাতে মন-প্রাণ হাজির রাখার বিষয়টি সর্বদা আমলে রাখা। যতটুকু সম্ভব অসাবধানতা থেকে দূরে থাকা।

যেহেতু চেয়ারে সালাত আদায়কারী অধিকাংশই রোগী হয়ে থাকেন, তাই তাদের জন্য সালাতে খুব আগে আসা পছন্দনীয় কাজ নয়। বিশেষ করে জুম'আর সালাতে। কারণ তাদের কাউকেও দেখা যায় যে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ ইমাম মিম্বারে খুৎবা দিচ্ছেন। এমনকি কোনো কোনো নেককার লোক বলেছেন, একবার এক অসুস্থ চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল, ইমাম সাহেব সালাত আদায় করে শেষ করে চলে গেল, মানুষরাও চলে যাওয়ার পর মসজিদ পরিস্কার করার সময় তাকে জাগানো হলে সে বলল,

আমি সালাতের অপেক্ষায় রয়েছি, সময় এখন কত? ইত্যাদি। অথচ তার জুমআর সালাত ছুটে গেছে।

মাসআলা:

যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে এবং জুমার সালাত ছুটে যাবে, তার উচিত হচ্ছে চার রাকা'আত যোহর আদায় করা।

আমি সালাতের অপেক্ষায় রয়েছি, সময় এখন কত? ইত্যাদি। অথচ তার জুমআর সালাত ছুটে গেছে।

মাসআলা:

যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে এবং জুমার সালাত ছুটে যাবে, তার উচিত হচ্ছে চার রাকা'আত যোহর আদায় করা।

সতর্কীকরণ:

কোনো কোনো সময় দেখা যায়, কোনো লোক দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে, আর তার পিছনে রয়েছে একটি চেয়ার। তখন দর্শক মনে করল যে, লোকটির বুঝি চেয়ারের প্রয়োজন নেই, তাই সে চেয়ারটিকে সরিয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে নিয়ে যায়। ইতোমধ্যে মুসল্লি রুকু ও সাজদা করার জন্য সে চেয়ারে বসতে যায়; কারণ সে মনে করে চেয়ারটি তার পেছনে রয়েছে, ফলে সে মাটিতে পড়ে যায়, কখনও কখনও এভাবে মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে তার রোগ আরও বেড়ে যায়। এভাবে পড়ে গিয়ে সে যেমন তার সালাত ত্যাগ করে তেমনি তার ক্রোধও বেড়ে যায়, আবার কখনও কখনও যে এ কাজটি করেছে তার উদ্দেশ্যে কঠোর বাক্য কিংবা গালিও দিতে শুরু করে।

মাসআলা:

আমি সালাতের অপেক্ষায় রয়েছি, সময় এখন কত? ইত্যাদি। অথচ তার জুমআর সালাত ছুটে গেছে।

মাসআলা:

যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে এবং জুমার সালাত ছুটে যাবে, তার উচিত হচ্ছে চার রাকা'আত যোহর আদায় করা।

সতর্কীকরণ:

কোনো কোনো সময় দেখা যায়, কোনো লোক দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে, আর তার পিছনে রয়েছে একটি চেয়ার। তখন দর্শক মনে করল যে, লোকটির বুঝি চেয়ারের প্রয়োজন নেই, তাই সে চেয়ারটিকে সরিয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে নিয়ে যায়। ইতোমধ্যে মুসল্লি রুকু ও সাজদা করার জন্য সে চেয়ারে বসতে যায়; কারণ সে মনে করে চেয়ারটি তার পেছনে রয়েছে, ফলে সে মাটিতে পড়ে যায়, কখনও কখনও এভাবে মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে তার রোগ আরও বেড়ে যায়। এভাবে পড়ে গিয়ে সে যেমন তার সালাত ত্যাগ করে তেমনি

তার ক্রোধও বেড়ে যায়, আবার কখনও কখনও যে এ কাজটি করেছে তার উদ্দেশ্যে কঠোর বাক্য কিংবা গালিও দিতে শুরু করে।

মাসআলা:

যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে তার জন্য উচিত হবে সালাত ত্যাগ না কর, বরং সে যেভাবে পারে সেভাবে এ সালাতটি সম্পন্ন করবে, এতে করে যদি তাকে এদিক সেদিক তাকানোও হয়ে যায় তবুও সমস্যা হবে না। কারও কারও মনে হতে পারে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। বস্তুত: এ ধরনের ঘটনা বাস্তব।

মাসআলা:

লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো কোনো মুসল্লি চেয়ারে সালাত আদায়ের সময় সামনে টেবিলের মত কিছু রেখে তার উপর সাজদা করে থাকে, [যেমনটি নিম্নের চিত্রে রয়েছে। এটা সুন্নাতের বিপরীত কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে, এটা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং মুসল্লির উচিত হবে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা কিংবা বাড়াবাড়ি না করে যতটুকু সম্ভব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা। এটাই আসল কথা আর অধিকাংশ আলেমের মতও তা-ই।

মাসআলা:

চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী কোনো কোনো মুসল্লিকে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা যখন সাজদা করতে চান তখন তাদের দু' হাতকে বাতাসে বিছিয়ে সেটার উপর সাজদা করেন। এটা করাও ঠিক হবে না। কারণ এর উপর কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। এটি আসল নিয়মের পরিপন্থী কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে। বিশুদ্ধ হচ্ছে তাই যা পূর্বের মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

মাসআলা:

চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী কোনো কোনো মুসল্লিকে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা যখন সাজদা করতে চান তখন তাদের দু' হাতকে বাতাসে বিছিয়ে সেটার উপর সাজদা করেন। এটা করাও ঠিক হবে না। কারণ এর উপর কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। এটি আসল নিয়মের পরিপন্থী কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে। বিশুদ্ধ হচ্ছে তাই যা পূর্বের মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানে।

দাড়াতে অক্ষম কিন্তু রুকু-সেজদা করতে সক্ষম হলে হুকুম

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় তবে রুকু সেজদা করতে পারে তার জন্য খাট বা যমীন ইত্যাদিতে বসে নামায পড়া জায়েয, তবে তার জন্য নিয়ম মাফিক রুকু সেজদা করা

জরুরী। শুধু ইশারায় রুকু-সেজদা করা জায়েয নেই। এক্ষেত্রে রুকু সেজদা করতে সক্ষম হওয়ায় সে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে পারবে না।

(٢٦/٣) - في المحيط البرهاني في الفقه النعماني ....

وإن عجز عن القيام وقدر على القعود، فإنه يصلي المكتوبة قاعداً بركوع وسجود، ولا يجزئه غير ذلك؛

(١١٧ / ٢) - و في البحر الرائق شرح كتر الدقائق ....

وفي الخلاصة وأجمعوا أنه لو كان بحالة يدور رأسه لو قام تجوز

الصلاة فيها قاعدا وأراد بالصلاة قاعدا أن تكون بركوع وسجود لأنها لو كانت بالإيماء لا تجوز اتفاقا لأنه لا عذر

উপসংহার

চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী মুসল্লিদের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিধানগুলোই মূলত মৌলিক হুকুম-আহকাম। এতে পরিপূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মানুষের কাজের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্তি অসম্ভব। এ বুকলেটটিতে যা কিছু বিশুদ্ধ বর্ণিত হলো তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে তা আমার পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে।